কথামুখ

ভারতবর্ষে আন্তঃ প্রাদেশিক সাহিত্যিক আদান-প্রদানের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। কোন প্রাদেশিক সাহিত্যই কেবল প্রাদেশিক নয়, তারও বিশাল ভারতবর্ষের সময় ও সত্তার সাথে যোগ রয়েছে। এই সত্তা বিভিন্ন প্রদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের যোগে গঠিত। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লিখিত সাহিত্য নিয়ে এমন একটি সাহিত্য সমগ্র গড়ে উঠেছে, যাকে ভারতীয় সাহিত্য বলা চলে। সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বর নাথ রেণু ভারতীয় সাহিত্যে দুই বরেণ্য নাম, বাংলা ও হিন্দী ভাষার স্মরণীয় কথা সাহিত্যিক। সতীনাথ ভাদুড়ীর কাছে হিন্দী ও ফণীশ্বর নাথ রেণুর কাছে বাংলা ছিল দ্বিতীয় মাতৃভাষা স্বরূপ। এই দুই কথা সাহিত্যিক একই প্রদেশের একই জেলার অধিবাসী ছিলেন। এঁরা সাহিত্য চর্চা করেছেন দুটি ভিন্ন ভাষায়। দুজনের মধ্যে বয়সের তফাৎ প্রায় পনরো বছরের। দুজনে 'গুরু-শিষ্য'র সম্পর্কের নৈকট্যে আবদ্ধ ছিলেন। ফণীশ্বর নাথ রেণুর সৃজিত রচনাকর্ম প্রসঙ্গে ভাবতে গেলে অনেক সময়ই সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রতি তুলনার কথা এসে পড়ে। কেন পড়ে তার যথার্থতা কতটুকু ? বক্ষ্যমান গবেষণার আলোচনায় তার সন্ধান করেছি।

আমার গবেষণার বিষয় - "সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বর নাথ রেণুর সৃজনক্রিয়ার তুলনাত্মক সমীক্ষা : মুখ্যত 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' ও 'ময়লা আঁচল' এবং প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য কথা সাহিত্যের ভিত্তিতে।"

ফণীশ্বর নাথ রেণুর 'ময়লা আঁচল' উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পর হিন্দী সাহিত্য জগতে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে একটি বিতর্ক ও উঠেছিল যে 'ময়লা আঁচল' উপন্যাসটি 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'এর 'অনুকরণ'- 'অনুবাদ' - 'প্রভাবপুষ্ট' ইত্যাদি। সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বর নাথ রেণুর প্রতি তুলনায় বাংলা ও হিন্দীভাষার আলোচকরা এই প্রসঙ্গটির উত্থাপন করলেও, গবেষনাধর্মী বিশদ আলোচনা হয়নি। বক্ষ্যমান গবেষণা সন্দর্ভে এ প্রসঙ্গটির যথার্থতা কতটুকু তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' ও 'ময়লা আঁচল'এর অনুপুংখ বিশ্লেষণ সহযোগে এই দুই লেখকের এই দুটি মুখ্য উপন্যাসের সাথে অন্যান্য

কথা সাহিত্যের আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে দেখানো হয়েছে কিভাবে ঐ দুটি উপন্যাস সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের মধ্য দিয়ে আধুনিক কালের পরিবর্তমান ভারতীয় সত্তাকে কীভাবে ধারণা করেছে। দুটি উপন্যাস যেন একটি অপরটির পরিপূরক হয়ে ভারতীয় উপন্যাস পাঠে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এই সব প্রসঙ্গের বিভিন্ন অনুষঙ্গ গবেষণা সন্দর্ভের সাতটি অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষনা সন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক পূজনীয় অধ্যাপক অসু কুমার সিকদার। বস্তুতঃ তাঁর প্রেরণা ও পরামর্শ ছাড়া এই কাজ কোনদিন সম্পূর্ণ হোত না। তাঁকে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও প্রনাম জানাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক অধ্যাপকরাও কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন - এঁদের সকলের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আমার সহকর্মীরা বিশেষ করে বৃন্দাবন কর্মকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ কলকাতার লিটল্ ম্যাগাজিন লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন, বিজয় ছেত্রী একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করে দিয়ে গবেষণার কাজকে ত্বরান্বিত করেছেন। কেউ গবেষণা সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে সহায়তা করেছেন, এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

যাঁদের সহায়তা ছাড়া সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বর নাথ রেণু সম্পর্কে বহু তথ্য অজানা থেকে যেত, তাঁরা হলেন পূর্ণিয়ার বাংলা সাহিত্যের 'দাদামশাই' কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্র শ্রী ফিতীশ চট্টোপাধ্যায়, ফণীশ্বর নাথ রেণুর অকৃত্রিম সুহৃদ ডাঃ মহেশ নারায়ন। সতীনাথ ভাদুড়ীর সমকালীন আইনজীবি শ্রী চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত। সাংবাদিক শ্রী আশিস কুমার দে'ও ফরবেশগঞ্জ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী নীতিন বন্দ্যোপাধ্যায়। তথ্য সংগ্রহের জন্য পূর্ণিয়ার অবস্থান কালে শুধু তথ্য দিয়ে নয় এঁরা আতিথ্য দিয়েও আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। সর্বোপরি এই কাজে যাঁর সহযোগিতা ও উৎসাহ আমাকে প্রেরণা দিয়েছে তিনি ফণীশ্বর নাথ রেণুর সহধর্মিনী শ্রীযুক্তা লতিকা (মুখোপাধ্যায়) রেণু। সুদূর পাটনা

থেকে চিঠিপত্র দিয়েও নানাজনের সাথে যোগাযোগ করে দিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা ও প্রণতি। আমার অনেক কর্ম ও কর্তব্য নিজে সম্পন্ন করে আমার এই গবেষনার কাজটি সুসম্পন্ন করতে নিরন্তর সহায়তা করেছেন শ্রী মতী রত্না মিত্র। ধন্যবাদ জানানোর সম্পর্ক তার সাথে আমার নয়। গবেষণা সন্দর্ভটির টাইপ করে দিয়ে শ্রী বিমলেন্দু দাস যথেষ্ট আমাকে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন, তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

গবেষণার কাজটি করতে গিয়ে একাধিক হিন্দী গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছে। হিন্দী উদ্ধৃতি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে হিন্দী (দেব নাগরী অক্ষরে)তে না লিখে বাংলায় বর্ণ-লিপ্যান্তকরণ করেছি উচ্চারণ অনুযায়ী, বিশুদ্ধ হিন্দী উচ্চারণের অধিকারী না হওয়ায় লিপ্যান্তকরণে কোথাও কোথাও বাংলা উচ্চারণের প্রবণতা এসে গিয়ে ত্রুটি ঘটিয়েছে হিন্দী উচ্চারণের। যেখানে ফণীশ্বর নাথ রেণুর বঙ্গানুবাদ পেয়েছি সেখানে প্রসঙ্গানুযায়ী উদ্ধৃতি বঙ্গানুবাদ থেকে ব্যবহার করেছি। 'ময়লা আঁচল' হিন্দী রাজকমল প্রকাশনের ১৪ সংস্করণ ব্যবহার করেছি ও বঙ্গানুবাদ ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত প্রসুন মিত্র কর্তৃক 'ময়লা আঁচল'এর বঙ্গানুবাদ ব্যবহার করেছি। সতীনাথ ভাদুড়ীর রচনার উদ্ধৃতি শংখ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য কর্তৃক সম্পাদিত (চার খন্ড) সতীনাথ গ্রন্থাবলী থেকে ব্যবহার করেছি।

রনজিৎ কুমার মিত্র

রনজিৎ কুমার মিত্র

"গ্রন্থভবন"
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
২.৭.৯২